তারিখ 12 JAN 1989
পৃষ্ঠা ... ৮ ...

দৈনিক ইনকিলাব

016

শিক্ষাঙ্গন

জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দেশে শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির কথা কারো অজানা নয়। নানা ধর্মীয় উৎসব, শীতের ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটিতে বছরের ৬ মাস ঠিকমত ক্লাস হয় কি-না সন্দেহ। তারপর আছে ধর্মঘট-হরতাল ইত্যাদি ঘটনা। এ সবের পর যখন স্কুল কলেজ খোলা হয় তখন সময়ের স্বল্পতার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ তারাহুড়ো করে সিলেবাস শেষ করেন। এর কিছুটা ছাত্র-ছাত্রীদের বোধগম্য হয় আর বাকীটা তাদের অবোধ্য হয়েই থাকে। তাছাড়া প্রায়ই এভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে লেখাপড়ার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনীহা জন্মে। আমর ক'জন বান্ধবীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি পড়ছ? তাদের উত্তর, কি পড়ব ভেবে পাচ্ছি না, কবে কলেজ খুলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া পরীক্ষার মাঝখানে এভাবে হরতাল হতে দেখে পড়াশোনার আগ্রহ আর থাকছে না। আমরা সারা বছর কষ্ট করে পড়াশোনা করি সময়মত পরীক্ষা দিয়ে পাস করার জন্য। অথচ সারা বছর নিয়মিত পড়াশোনা করলাম পরীক্ষা ভালভাবে দেবার জন্য। তা যখন হরতাল এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সময়মত অনুষ্ঠিত হতে পারে না, তখন পরীক্ষা দিয়ে পাস করার আগ্রহ থাকে না। সেই সাথে লেখাপড়ার প্রতি অনীহা বাড়তে থাকে। অনেকে বলতে পারেন, বাসায় বসেও তো পড়াশোনা করা যায়। আমার মতে আমরা যদি বাসায় বসে নিজ বুদ্ধি অনুসারে পড়াশোনা করতে পারতাম তাহলেতো কলেজে গিয়ে অনেক ঝক্কি-ঝামেলা পেরিয়ে ভর্তির কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া কলেজ বন্ধ থাক আর খোলই থাক, প্রত্যেক মাসের বেতন আমাদের দিতেই হচ্ছে।

ইতিমধ্যে জেলা সদরের কলেজ ছাড়া সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১ জানুয়ারী থেকে খোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সদর জেলার কলেজগুলো খোলার ব্যাপারে ভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্তের কারণ কি? এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা আর কতদিন এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটাবে? আমরা যদি সময় মত সিলেবাস শেষ করতে না পারি তবে কি আমাদের পরীক্ষা অন্যান্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় বিলম্বে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আমরা চাই আমাদের এই অনিশ্চয়তার অবসান হোক। কর্তৃক্ষের কাছে আমাদের আবেদন জেলা সদরের কলেজগুলোও অবিলম্বে খোলার নির্দেশ দেয়া হোক। আমরা যেন নির্বিঘ্নে ক্লাস করে সময়মত পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাই।

—শারমীন
সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয়, সিলেট।